কুলতলি ড.বি.আর আম্বেদকর কলেজ

বাংলা বিভাগ'–এরছাত্র –ছাত্রী কর্তৃকপ্রকাশিত বার্ষিকসাহিত্যপত্রিকা"**প্রথমআলো**"**(এপ্রিল-২০১৯থেকে মার্চ-২০২০)**

বিষয় : নারী

চিত্র:

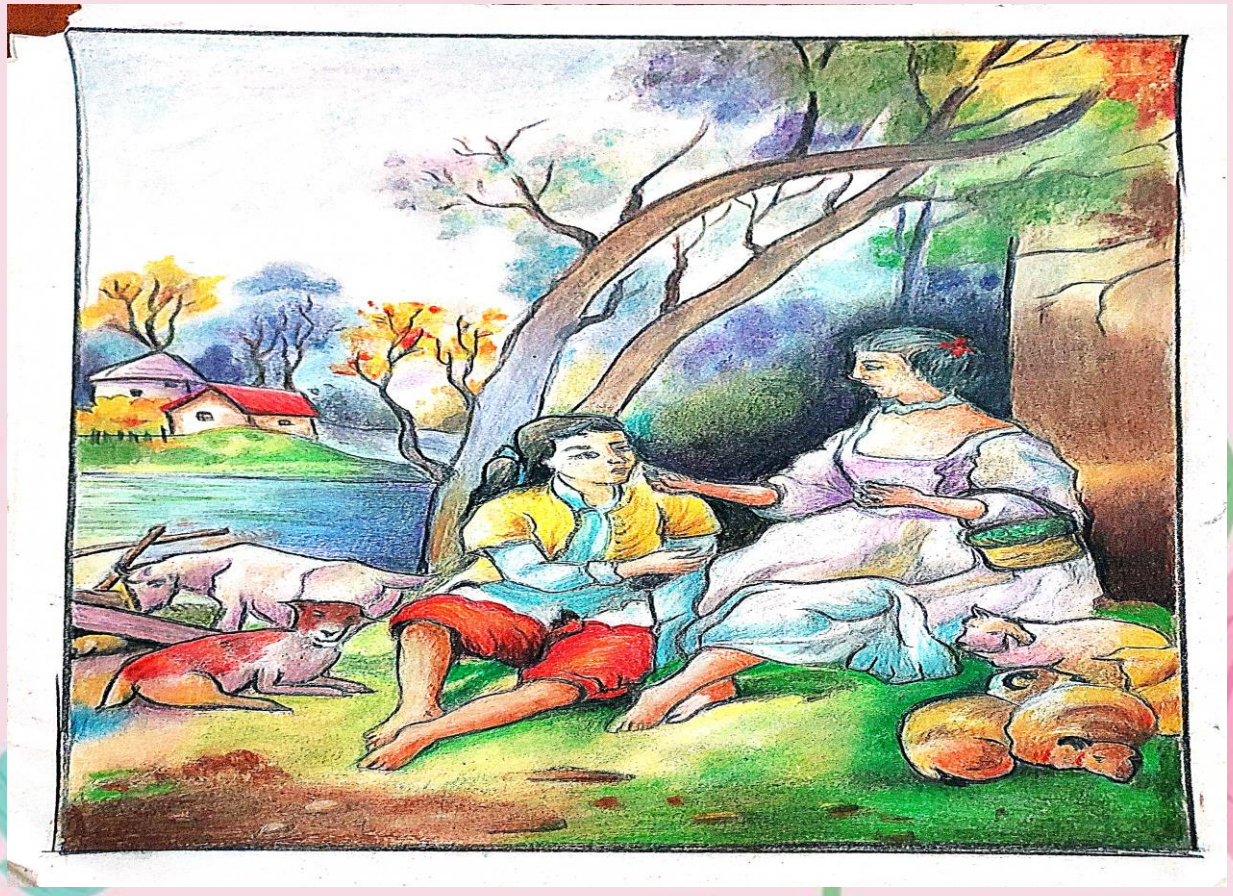

শিল্পী মোবিনা গাজী (দ্বিতীয় সেমিস্টার, বাংলা অর্নাস)

স্বরচিত কবিতা:

" বিস্ফোরণি বোমা"

রুবিনা সরদার(পঞ্চমসেমিস্টার, অর্নাস বাংলা)

কে তুমি?.....
আমি সেই বিস্ফোরণি বোমা।
যা এই দুর্নীতি গ্রস্ত পৃথিবীকে,
শান্ত স্নিগ্ধ এক স্বর্গসুখময় নিদ্রা,
করিতে চাই বিদ্রুপ হস্তে দান।

নির্বিশেষে ধ্বংস করতে চাই,
ধরনীর এই নর্দমাক্লিস্ট
নরকের বিষাক্ত কীট গুলিকে।

হ্যাঁ আমি সেই বিস্ফোরণি বোমা।
কেন আজ সমাজের বুকে,
বেড়ে খুন চলছে রাহাজানি।
কেনো আজ মতৃজাতির চোখে জ্বল?

কেনো অস্বীকার করে নারীর মাতৃত্বকে?
কিছু নরপিশাচ কাপুরুষের দল।

তোমারা কি ভুলে গেছো সেদিনের কথা?
যেদিন প্রীতীলতা,মাতঙ্গিনির মতো নারী,
রক্ষা করেছে এই সোনার দেশটিকে।
আর সেই নারী জাতির উপর এতো অনাচার।
তাই হে মানুষ,আগে ভাব তুমি কে?
তোমার সৃষ্টি কোথা থেকে?
নিজের সৃষ্টির রহস্য জাননা দিচ্ছ সৃষ্টির নিধনে।
তাই শেষ করিতে চাই সেই মানবেরে।
ভূলোকে স্থাপন করিতে চাই অমৃতের ভান্ডার।
হ্যাঁ! আমি সেই বিস্ফোরণি বোমা।

****

স্বরচিত গল্প লিখন :

শিরোনাম- 'গভীর রাতের স্বপ্ন'

অভিষেক বৈদ্য(পঞ্চম সেমিস্টার, বাংল অর্নাস)

শহর থেকে বহুদূরে অবস্থিত একটি গ্রাম আছে। গ্রামটি বর্তমান সময়ের সঙ্গে উন্নত হয়ে উঠতে না পারলেও, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছিল অপরূপ। গ্রামের মেঠো পথ-ঘাট অপরূপ সৌন্দর্যে ছিল মন্ডিত ছিল। গ্রামের বেশিরভাগ ঘরবাড়ি ছিল কাঁচা। গ্রামের নাম রবীন্দ্রপুর। গ্রামটি ছিল

স্বপ্নের মতো সাজানো গোছানো।ঐ গ্রামের মানুষদের দিন আনতে খাওয়া হলেও, তাদের মধ্যে ছিল একত্রে বেঁচে থাকার এক ভালোবাসার বন্ধন।যেটা ছিল অপরূপ এক স্বপ্নপুরী। যার ফলস্বরূপ ওখানে ছিল এক প্রেমের সম্পর্ক। ঐ গ্রামের এক দরিদ্র পরিবার ছিল,যাদের দিনান্তে খাওয়া হতো। তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল আটজন।ঐ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ছোটো ছেলেটি ছিল অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমী ও প্রচন্ড আত্মবিশ্বাসী।যার ফলে সে নিজের স্বপ্ন পূরণের পথে অটুট ছিল। ছেলেটির বয়স কুড়ি বছর ছয় মাস,তখন সে সবে বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষের পড়াশোনা করে ও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে চলছিল। পড়াশোনা খুব ভালো না হলেও, খুব একটা খারাপ ছিল না সে। নিজের পড়াশোনার খরচ ও পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকার কারণে তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হতো এবং সে পড়াশোনা চালানোর পাশাপাশি পরের জমিতে দিনমজুরের কাজ করতো।আর তার পরিবারের আর্থিক অবস্থা স্বাচ্ছন্দে ফিরিয়ে আনার জন্য সবসময়ই চেষ্টা করতো।

প্রতিদিন সবাইকার মতো সেও কাজ ছেড়ে সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরে আসে। সারাদিন পরিশ্রম করার পর ক্লান্ত হয়ে পড়ে, অবশেষে সে রাতের খাবার খেয়ে প্রতিদিনের মতো নিদ্রায় চলে যায়। কিন্তু ঐ দিনের নিদ্রার

মধ্যে ঘটে গেল এক আশ্চর্য ঘটনা।যে ঘটনা ছেলেটির জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়ে যায় এবং ঐ ঘটনা ছেলেটির জীবনে নতুন এক অভিজ্ঞতা শিক্ষা দিয়ে যায়। ছেলেটি গভীর নিদ্রার মধ্যে দিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে।স্বপ্নটা ছিল এক অপরূপ সৌন্দর্য্য পূর্ণ মায়াবী নারীর।,যে কিনা রবীনের হৃদয়কে ভেদ করে দেয়। রবীন জানতো না, মেয়েটির পরিচয় কি?কি তার নাম? তার সম্পর্কে কিছুই জানতো না, কিন্তু অচেনা এক শক্তি তার মনকে এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে,যেন সে ঐ মেয়েটাকে দীর্ঘদিন ধরে চেনে ও মেয়েটির প্রতি তার দুর্বলতাও আছে। পরবর্তী কোনো এক সময়ে সমাজ সেবায় কাজ করতে গিয়ে তাদের দেখা হয় কিন্তু সেখানে গিয়ে তাদের মধ্যে প্রথম বার্তালাপ হয় এবং সেখানে তারা সবাই একত্রে মিলে মানুষের জন্য কাজ করে।একই সঙ্গে কাজ করার মধ্য দিয়ে মেয়েটিকে রবীনের ভালো লেগে যায়। এই ভালো লাগা থেকে আস্তে আস্তে ভালোবাসায় পরিণত হয়। রবীন অনেক বার চেষ্টা করেছিল মেয়েটিকে ভালোবাসা কথা বলতে ও প্রেম নিবেদন করতে কিন্তু কোনো এক দ্বিধা কাজ করার জন্য সে কথাটি বলে উঠতে পারেনি। তার মনে একটা সন্দেহ জন্মেছিল যে তার প্রেম নিবেদন যদি মেয়েটি প্রত্যাখ্যান! ।সে ভয় পেয়েছিল তার নিজের পরিস্থিতির কথা ভেবে।তাই সে বার বার চিন্তা

করত।কালক্রমে এই ভাবে সমাজ সেবা কাজ করার কিছুদিন পর যে যার বাড়ি ফিরে গেল।সে মেয়েটির নাম জেনে ছিল কথালাপের মধ্যে দিয়ে।সে মনে মনে অনিন্দিতাকে খুব ভালোবাসে।তাই সে অন্য আর কাউকে জীবন সঙ্গিনী করার কথা ভাবতেই পারল না।

রবীনের জীবনে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধব সব থাকা সত্ত্বেও কাউকে সে একথাটি বলতে পারে নি। কিন্তু সে অপেক্ষা করেছিল কখন সে দেখা করবে অনিন্দিতা সঙ্গে।মহামারী কারণে কলেজ বন্ধ থাকায় তার আর দেখা হল না। এই ভাবে বেশ কিছু দিন কেটে যায়।কিছু সময় পারে সমস্ত দেশ স্বাভাবিক হয়ে উঠলো এবং মহামারী প্রকোপ থেকে সবাই যেন নিশ্চিন্তিত হলো।মানুষের জীবনযাত্রাও স্বাভাবিক হয়ে উঠল।এরই মধ্যে সমস্ত সরকারী প্রতিষ্ঠান,কলেজ, স্কুল,আদালত সমস্ত কিছু খুলে গেল।আগের মতো আবার নিয়মিত কলেজ যেতে শুরু করল সব ছাত্র ছাত্রী । হঠাৎ একদিন সেই মেয়েটি সঙ্গে দেখা হয়ে গেল রবীনের। তার পর দু'জনে মধ্যে কথাবার্তা শুরু হল, এভাবে দিনের পর দিন বার্তালাপ হতে থাকলো। রবীন হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতো অনিন্দিতা কে। কিন্তু সে তার প্রেমের কথাটি এখনো বলে উঠতে পারল না।, তার হৃদয়ে একটা কুন্ঠাবোধ কাজ করছিল। কিন্তু শেষমেষ ঠিক করলো যে, সে অনিন্দিতাকে তার ভালোবাসার কথা

জানাবে। সেদিন রবীন মেয়েটিকে কলেজে আসার পর দেখা করতে বলে।দুজনে একটি নির্জন জায়গায় গিয়ে বসে। মেয়েটি ছেলেটিকে বললো কি বলবে বলো, তখন ছেলেটি অন্তর থেকে অনুভব করছে যেন তার হাত পা সব যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, অবশেষে মনকে শক্ত করে রবীন বলে ফেলে আমি তোমায় ভালোবাসি।এই কথাটি শোনার পর অনিন্দিতা প্রচন্ড রেগে রবীনে জামার কলার ধরে টানতে টানতে কলেজের মাঠে নিয়ে আসে। চিৎকার করে লোক জড় করে সকলে সামনে অপমান করে। অনিন্দাতা যখন রবীনকে অপমান করছিল তখন সে কোনো সাড়া না করে নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মেয়েটি সকলের সামনে চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করেছিল যে,তোর কি যোগ্যতা আছে? তোর কি সম্পত্তি রয়েছে?কি দেখে তোর মতো রাস্তার ছেলেকে আমি ভালোবাসবো। তোকে ভালোবাসে আমার কি হবে?যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যায়?যে নিজের খাবার জোগাড় করতে পারে না,সে আমায় কি খাওয়াবে? এই বলে মেয়েটি রেগে চলে গেল।অবশেষে রবীন অপমানিত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে মাথা নিচু করে বাড়ি চলে আসে।সে মনে মনে চিন্তা করে যে, এই দুনিয়ায় অর্থসম্পদ ছাড়া মানুষ কি কিছুই

চেনে না?আর কেউ কি ভালো খারাপের কোনো বিচার

করে না। কেবলমাত্র ধনসম্পত্তি উপর ভিত্তি করে একটা মানুষের বিচার করা হয়?আজ আমার ধনসম্পত্তি না থাকার কারণে আমি যাকে ভালোবাসলাম সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করে চলে গেল। অর্থের অভাবে সে আমার প্রেমকে স্বীকার করলো না। একদিন সে তার অপমানের কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাছিল।হঠাৎ করে সামনে দিয়ে একটা লরি এসে যায়। মুহূর্তের মধ্যে রবীন ও লরি মুখোমুখি হয়ে যায়। ঠিক এমনি সময় মা এসে ডাক দিচ্ছল, খোকা উঠে পড় সকাল হয়ে গেছে, কাজে যাবি না। মুহূর্তের মধ্যে আমার ঘুম ভেঙে যায়।স্বপ্ন দেখাও শেষ হয়ে গেলো। ঘুমঘোর থেকে উঠে রবীন ভাবলো একি দেখলাম আমি,এটাই কি সমাজের চিত্র! যদি এমন হয় তাহলে গরীব বাড়ির ছেলেদের ভালোবাসার কোনো অধিকার নেই? এই স্বপ্নটার প্রভাব তার জীবনের অনেক পরিবর্তন এনে দেয়। জীবনে পথচলার অনেক পরিবর্তন নিয়ে আাসে। এরপর রবীন শুধুমাত্র নিজের কর্ম পথে অটুট থাকার সিদ্ধান্ত নেয়।যখন সে এই সব কথাগুলো ভাবছিল মা আবার ডাক দিল, কাজে যাবি না?সকলে যে কাজে চলে বেরিয়ে গেছে ।তারপর আমি প্রাতঃকাজ সেড়েনতুন উদ্দামে প্রতিদিনের মতো বের হয়ে গেলাম।এখন সে এক নতুন রবীন। মনে তার অনেক বড় ও ভালো মানুষ হবার

স্বপ্ন।

******

স্বরচিত কবিতা:

" অসহায় নারী"

আবুল বাসার মোল্লা (পঞ্চমসেমিস্টার, অর্নাস বাংলা)

শহরতলীর সড়ক পরে
অন্ধ গোঁসাই ভিক্ষা করে।
আঁধার এলেই সড়ক পরে
ফুটপাথেয় ঘুমিয়ে পড়ে।
কত কষ্টের জীবন যাপন
তবু সদাই থাকে হাস্য বদন।
চার চার জন ছেলে যে তার
তবু ভিক্ষাই ভরসা চলে যে তার।
বড় ছেলে সে বিশাল ধন
কেন্দ্র সরকারের চাকরিধারী।
মেজো ছেলে সে মহামানব
ধর্মচ্যুত খ্রিস্টান পিতা।
সেজো জন সে ডাকাত বটে

তাই তো অনেক অর্থ আছে।
ছোটোটা তো ধন্যি ছেলে
জাল করে ভোট গেছে জেলে।
বুড়োটা কয় যা বাবা তুই
বৃদ্ধাশ্রমে থাকবে যা।
কিন্তু সেথা কি তার আছে যো
টাকারবেলা ভাগাভাগিতে,
দেয় না টাকা কেউ কখনো।
অবশেষে বৃদ্ধ গোঁসাই
নিঃস্ব হয়ে ফুটপাথে ঠাঁই।
মা যে সবার চাকর খাটে
এধার ওধার সেধার ছোটে।
আরে ছেলের বাড়ির চাকরানী সে
চাকর খেটে জীবন কাটে।

******

"আমার সমাধী পরে"

পিন্টু সরদার (প্রথম সেমিস্টার,বাংলা অর্নাস বাংলা)

জানি তুমি আসিবে ফিরে।
আমার সমাধী পরে,
ফুল দেওয়ার তরে।
দিয়ে ছিল কথা মোরে,
আজো তা ভুলিনি আমি।

যতনে রেখেছি মনে,
তোমার দেওয়া সেই শেষের বানী।
বলে ছিনু সবে ঠিক দেখা হবে
,কদম তলির নিকুঞ্জ বনে।
হোলোনা সেথা দেখা মোদের,
দেখা হল মোরে হৃদঙ্গনে।
দেখা যদি হল সখা,
কথা কেন হল না।
কথাও বা হল মনে,
গেলে কেনো ছেড়ে মোরে।
তবু যানি তুমি আসিবে ফিরে।
আমার সমাধী পরে।

ফুল দেওয়ার তরে।
বিদায় বন্ধু চিরো বিদায় দিও মোরে।

****

"অমর প্রেমের কাহিনী"

তন্ময় হাজরা (প্রথম সেমিস্টার,বাংলা অর্নাস বাংলা)

ওগো মোর প্রাণপ্রিয়া প্রিয়তমা পারো,
কতকাল দেখিনি আমি তোমার দু-নয়ন।
কেমন আছো প্রিয়া মোর না জানি মোর মন,
তোমার যতনে সাজানো প্রেম পুষ্পদ্যানে আমি।
মধুকর ভ্রমরের ন্যায় মরিতেছি তব বিহনে।
তোমার ওই সাজানো সংসারে স্বামী স্বজনে,
আছ বহু স্বর্গ সুখে প্রেমের পরশে।
সুখে থাকো প্রিয়া তুমি এই কামনা করি আমি।
তোমার শাঁখা পরা হাত সিঁথি ভরা সিঁন্দুর,
তোমার রাঙা পায়ের আলতায় দিগন্ত দুলে যায়।
তোমার হৃদঙ্গন জ্বলে অপরূপ রূপের ঝলকানিতে,খুব
দেখতে ইচ্ছে করে মোর মনে কেমনে দেখি তোমারে।
আর আমি, হারিয়েও সুখ পেলাম না,
আমার অতৃপ্ত আত্মা বারংবার তোমিকেই খুঁজে মরে।
ভুল সব ভুল,এ জীবনের পাতা জুড়ে যা লেখা সব ভুল।

আমার ভুল সংশোধনের জন্যই সেদিন,
গিয়েছিলাম চাঁপাতলার ঘাটে।
তুমি জেদ করে ফিরিয়ে না দিলে,
উরে জেতাম নীল আকাশে মহাশূণ্যের পথে।
সেদিন যদি শুনতে আমার কথা....
আমাদের জীবনে কী থাকত এত ব্যাথা?
হয়ত আমাদের জীবনটা অন্য রকম হত,
এক গাঁয়ে এক ঘরে এক সাথে পথ চলা।
আমিতো তোমার পেলাম না তাই সেদিন তোমার,

চাঁদ বদনে লাগিয়ে দিলাম চাঁদের কলঙ্ক।
আমার ভালোবাসার না মেলান দাগ স্মৃতিতে রেখে,
চেয়েছিলাম তব বক্ষে আঁকিতে চিহ্ন মোর ভালোবাসার।
তাই নিজ কাহিনী নিজে লিখে
হলাম ব্যার্থ প্রেমের আর এক নাম তন্ময়,
কিন্তু আমিতো চাইনি হতে ব্যার্থ প্রেমিক।
চেয়েছিলাম মোরে তোমা সাথে বাঁধতে সুখের যর,
তোমাকে না পায়ে স্বপ্নেও ভাবিনা কারো সাথে বাঁধিতে স্বপ্ননীড়।বাউন্ডুলে জীবনে মোর সঙ্গী হল নেশা মোর,
তারপর ডাক এলো ওপারের, শরীরে বাসা বাঁধলো মারণ ব্যাধি।

চলে গেলাম এপার ছেড়ে ওপারের শান্ত স্নিগ্ধ তরু ছায়ায়,
এ সংসারে মা ছাড়া এক জনই কাঁদার ছিল,সে হল তুমি প্রিয়া।
তা আর হল না,বিধাতার অমোঘ নিয়মে স্বচ্ছল সংসারের,
একমাত্র আদরের দুলালকে চলে যেতে হল শেষ বেলায়।
ভাগ্যের কি নিদারুন পরিহাস সেই তোমার সহিত শেষ দেখাটাই হল না,
আবার আমরা যদি আসি ফিরে এই বাংলার ঘরে।
তবে এ কলম যেন বাঁচিয়ে রাখে আমাদের এই কাহিনীকে,
বিচ্ছেদের কালিতে জেনো না লেখা হয় মোদের কাহিনী।
মিলনের প্রেম কালিতে জেনো লিখতে পারি এক প্রেমের কাহিনী,
চিরোকালের অমর হয়ে থাকো মানব হৃদয়ে মোর এ "অমর প্রেমের কাহিনী"।

******** সমাপ্ত********